দর্শনায় সোলার এগ্রি-পিভি ও সৌর সেচপাম্প গ্রিড ইন্টিগ্রেশন প্রকল্পের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের শৈলমারি-উজলপুর গ্রামের বেদেপোতা মাঠে দেশের একমাত্র ‘সোলার এগ্রি-পিভি ইন্টিগ্রেটেড উইথ সোলার ইরিগেশন পাম্প গ্রিড ইন্টিগ্রেশন’ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে জার্মানভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান GIZ Bangladesh-এর আয়োজনে এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা WAVE Foundation-এর উদ্যোগে স্থাপিত এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে গান ও বাদ্যের তালে তালে মাথাল ও গামছা পরিয়ে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব ও বিদ্যুৎ বিভাগের এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন ব্রাঞ্চের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (SREDA) পরিচালক (উপসচিব) ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নাসিফা আলী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের গ্রিন ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এনার্জি প্রোগ্রাম ম্যানেজার তানজিনা দিলশাদ এবং GIZ Bangladesh-এর এনার্জি ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর স্টোয়ানকা স্টিচ।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে বক্তব্য দেন Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসএম মুনিরুল ইসলাম, KfW Development Bank, Dhaka Office-এর সিনিয়র পোর্টফোলিও ম্যানেজার (এনার্জি) ক্রিস্টিনে ভিস এবং ঢাকায় জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের দূতাবাসের হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো- অপারেশন উলরিখ ক্লেপ্পমান।

রায়হান, সহকারী পরিচালক কিতাব আলী, সিনিয়র সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, আব্দুল আলীম সজল, উপসমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আসলাম আলীসহ সংশ্লিষ্টরা।

দামুড়হুদার কালিয়াবকরী গ্রামে বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরী মাঝপাড়ায় বাড়িতে হামলা, মারধর, ভাঙচুর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মজিবার রহমান (৫০) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে দামুড়হুদা মডেল থানায় দেওয়া অভিযোগে মজিবার রহমান উল্লেখ করেন, জমি-সংক্রান্ত বিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে একই গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে তার পূর্ববিরোধ চলে আসছিল।

এর জেরে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সময় মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলেও অভিযোগে দাবি করেন তিনি।

অভিযোগে বলা হয়, ১৩ আগস্ট রাত আনুমানিক ২টার দিকে একই গ্রামের মিঠু, মিজা, নায়েব আলী, ভুট্টু, আশা, শহিদুল ইসলাম, ইয়াল ও হারুনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২৮ থেকে ৩০ জন দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা বাড়ির সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করেন।

এ সময় একজন রামদা দিয়ে মজিবার রহমানকে আঘাত করার চেষ্টা করলে তিনি হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন। পরে কয়েকজন তাকে কিল-ঘুষি ও লাঠি-বাটাম দিয়ে মারধর করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন। পরবর্তীতে আবারও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করা হলে তিনি ঘরের ভেতরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, হামলাকারীরা বাড়ির ভেতরে থাকা টিনের চালা, গোয়ালঘর, টিনের ছাপড়া, প্রাচীরসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। এতে আনুমানিক ৩৮ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী।

ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় হামলাকারীরা তাদের গুরুতর জখম ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে দাবি করেন মজিবার রহমান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন বলেন, “লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

কুষ্টিয়ায় ৩০০ গ্রাম গাঁজাসহ ৪ জন আটক, মোবাইল কোর্টে জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০০ গ্রাম গাঁজাসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া “খ” সার্কেলের উদ্যোগে শনিবার (১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাউজিং সি ব্লক ও ঈদগাহ মাঠ এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাউজিং সি ব্লকের বাসিন্দা মো. রায়হান জোয়ার্দার (২৭), মো. সালমান (৩২), মো. রাশেদ (২৪) এবং মো. মাসুদুর রহমান (৪০)।

অভিযান চলাকালে তাদের কাছ থেকে মোট ৩০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা

হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক খবির আহমেদ ও উপপরিদর্শক মো. আসিফুজ্জামানের প্রসিকিউশনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার মো. জাকিউল আলম এবং মেহেদী হাসান রিফাত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে ৫ মাস, ৩ মাস এবং ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়। দণ্ডাদেশ কার্যকর শেষে তাদের কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসলাম হোসেন জানান, সমাজ থেকে মাদকের বিস্তার রোধ এবং মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইন প্রয়োগের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

গাংনীতে বর্ষা মৌসুমে গ্রামে বেড়েছে সাপের আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনীতে হঠাৎ বেড়েছে সাপের উপদ্রব। দিন-রাত মানুষের মধ্যে সাপের আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষের শয়নকক্ষেও মিলছে সাপের দেখা। গত শনিবার রাতে বিষধর সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিষধর সাপ দেখা দেওয়ায় জনমনে আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্ষা মৌসুম এলেই গাংনীতে সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। তবে বর্তমানে যে সাপগুলো দেখা যাচ্ছে, তা পাঁচ-সাত বছর আগেও দেখা যেত না। স্থানীয়রা বলছেন, এগুলো অত্যন্ত বিষধর। সাপগুলোর মধ্যে কালাচ, চন্দ্রবোড়া ও পদ্মগোখরা

অন্যতম। গত সোমবার একজনের বাড়ির গেটের সামনে বিষধর সাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মো. তামিম হোসেন নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “গত সোমবার বাড়ির গেটের সামনে একটি সাপ দেখতে পাই। লোকজন বলছে এটি কালাচ বা চন্দ্রবোড়া। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম, পরে লোকজন ডেকে সাপটি মেরে ফেলি। সাপটি মারার পর থেকে আমার মনে এখন সাপের আতঙ্ক কাজ করছে।

সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত মো. রিয়াজুল ইসলাম জানান, চলতি বছরে তিনি প্রায় সাড়ে ৩০০ পদ্মগোখরা সাপ ধরেছেন। গত এক সপ্তাহেই ধরেছেন প্রায় ১০০টি সাপ। তিনি ৩২ বছর ধরে এ পেশায় আছেন এবং সাপ ধরার কৌশল তার বাবার কাছ থেকে শিখেছেন। ধরা পড়া জীবিত সাপগুলো তিনি সাপুড়েদের কাছে দিয়ে দেন।

সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে মো. মোমিদুল ইসলাম বলেন, “মানুষ এখনো কবিরাজ বা ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুক করায় বিশ্বাসী। এটা ঠিক নয়। সাপে কাটা রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে এন্টিভেনম দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ঝাড়ফুকের ওপর ভরসা করে সময় নষ্ট করা একদম উচিত নয়।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. একরামুল হক বলেন, “সাপে কাটার পর অধিকাংশ পরিবার রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নিয়ে সময় নষ্ট করে। সচেতনতার অভাবেই সাপে কাটা রোগী মারা যায়। সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত এন্টিভেনম মজুত আছে। দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

দর্শনা পরানপুর গ্রামে দুই দিনের ব্যবধানে ৫ বাড়িতে চুরি

দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামে দুই দিনের ব্যবধানে পাঁচটি

বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চুরির ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

গতকাল শুক্রবার দিনগত রাতে পরানপুর গ্রামের তোয়াহিদ হোসেনের ছেলে সাজেদুল ইসলামের আমন্ত্রণ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পিছনের ঝাঁপ ভেঙে দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে। এ সময় একটি ৩২ ইঞ্চি টেলিভিশন, একটি রাউটার, রাউটারের তার, হোটেলের আটা, চাল, ডাল, ডিম, সবজিসহ প্রায় ৫৫-৬০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয় বলে জানান তিনি।

এর আগের রাতে পরানপুর স্কুলপাড়ার আজিম মণ্ডলের ছেলে ফারুক হোসেনের বাড়ি থেকে হাড়ি, বালতি, কড়াই, ঘড়া, মদনা, খুন্তি ও গামলাসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয় বলে জানা গেছে। একই পাড়ার আরও তিনটি বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন ও হাড়ি-পাতিল চুরির ঘটনাও ঘটেছে।

এতে পুরো এলাকায় চুরির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থানীয়রা নিরাপত্তাহীনতায় রাত কাটাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা শান্তিপাড়া ও পরানপুর এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের কারণে চুরির ঘটনা বাড়ছে। এলাকাবাসীর দাবি, গাঁজা, ইয়াবা ও মদ সেবনকারীরা বিভিন্ন স্থানে আসর বসিয়ে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

অভিযোগ রয়েছে, প্রতিদিন বেলেমাঠপাড়া, স্কুলের দক্ষিণ পাশের এলাকা, আখক্ষেত, পুকুরপাড়, ব্রিজের নিচসহ বিভিন্ন স্থানে নেশার আড্ডা বসে। এ কারণে এলাকায় চুরি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহের ৫০টি গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত

উদ্বোধনের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তঘেঁষা ভৈরবা এলাকায়

নির্মিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি।

ফলে উপজেলার অন্তত ৫০টি গ্রামের লাখো মানুষ প্রাথমিক ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। এ নিয়ে স্থানীয়রা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার পাননি।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলা শহর থেকে অন্তত ৬০ কিলোমিটার দূরে মহেশপুর উপজেলার ভৈরবা গ্রামের সাকোরখাল এলাকায় ২০২৩ সালের ২৫ অক্টোবর ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই হাসপাতালটি সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হলেও এখন পর্যন্ত হাসপাতালটির কার্যক্রম শুরু করা হয়নি।

চালু না হওয়ায় হাসপাতালের ভবনসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে নষ্ট হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন স্থানে পলেস্তারা খসে পড়ছে, দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাসপাতালের বেশ কিছু যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গেছে।

হাবিবুর রহমান নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “হাসপাতালটি চালু করা হলে আমাদের আর দূরে যেতে হতো না। এখন অসুস্থ হলে উপজেলা বা জেলা শহরের হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এতে যেমন একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে কয়েকগুণ বেশি টাকা খরচ হচ্ছে।”

হোসনে আরা নামের এক নারী বলেন, “শুনেছি আমাদের এই হাসপাতাল করতে অনেক টাকা লেগেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তার এখানে আসতে দেখলাম না। তাহলে এখানে হাসপাতাল করে এলাকাবাসীর লাভ কী হলো? আমরা চাই, হাসপাতালটি দ্রুত চালু করা হোক।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালটি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামের চাহিদাপত্র ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন পেলেই শিগগিরই হাসপাতাল চালুর ব্যবস্থা করা হবে।

হাসপাতালটি চালু হলে প্রতিমাসে অন্তত ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পাবেন, যা সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের চিকিৎসাসংকট অনেকাংশে কমিয়ে আনবে।”

ঝিনাইদহে প্রবাসীর উদ্যোগে ভাঙা সড়ক সংস্কার, স্বস্তি ফিরেছে ২০ গ্রামের মানুষের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া বাজার থেকে কুশাবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। খানাখন্দে ভরা সড়কটিতে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে স্থানীয় এক প্রবাসীর মানবিক উদ্যোগে শুরু হয়েছে সড়ক সংস্কার কাজ। এতে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মাঝে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই অংশ নিয়েছেন সড়ক সংস্কারের কাজে। কেউ মাথায় করে ইট বহন করছেন, কেউ হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙছেন, আবার কেউ গর্ত ভরাট করছেন। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ভাঙা অংশগুলো মেরামত করা হচ্ছে। পুরো এলাকায় যেন তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার চিত্র।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। সামান্য বৃষ্টিতেই সেগুলো পানিতে ডুবে ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হতো। ফলে ভ্যান, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল এমনকি অ্যাম্বুলেন্স চলাচলও হয়ে উঠেছিল ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় যানবাহন উল্টে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষকদের দুর্ভোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মাঠ থেকে ধান, পাট, শাকসবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বাজারে নিতে অতিরিক্ত খরচ গুনতে হতো তাদের।

কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল বলেন, এই রাস্তাটার কারণে আমরা বছরের পর বছর কষ্ট করেছি। বৃষ্টির দিনে হাঁটাও কষ্টকর হয়ে যেত। এখন রাস্তা সংস্কার হওয়ায় মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম বলেন,’নারিকেলবাড়িয়া ও কুশাবাড়িয়া বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই সড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার

কারণে ক্রেতা ও যানবাহন আসতে চাইত না। এখন অন্তত চলাচলের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।’

অটোরিকশা চালক সোহেল রানা বলেন, ‘আগে এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে প্রায়ই গাড়ির স্প্রিং ও চাকা নষ্ট হতো। যাত্রীরাও ভয় পেত। এখন রাস্তা ঠিক হওয়ায় আমরা অনেক স্বস্তিতে আছি। স্থানীয় কৃষক রহিম উদ্দিন বলেন,’আমাদের ফসল বাজারে নিতে খুব সমস্যা হতো। গাড়ি ঢুকতে চাইত না। এখন রাস্তা কিছুটা ভালো হওয়ায় কৃষকরাও উপকৃত হবে।’

মানুষের এই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আজিম হোসাইন। তিনি কুয়ালালামপুর শাখা যুবদলের নেতা এবং কুশাবাড়িয়া গ্রামের গোলাম নবী বিশ্বাসের ছেলে। নিজ অর্থায়নে রাস্তার জন্য ইট ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন তিনি। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় সংস্কার কাজ।

মুঠোফোনে প্রবাসী আজিম হোসাইন বলেন, ‘বিদেশে থাকলেও গ্রামের মানুষের কষ্টের কথা শুনে খুব খারাপ লেগেছে। তাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রামের মানুষের উপকার হলেই আমি আনন্দ পাই।’

এলাকাবাসী জানান,দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেখানে একজন প্রবাসীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সড়ক সংস্কার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়দের দাবি,সাময়িক সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি স্থায়ীভাবে পাকাকরণ করা হোক। কারণ এই সড়ক দিয়েই কুশাবাড়িয়া, মিয়াকুন্ডু, মামুন্দী, মুক্তারামপুর, ধনঞ্জয়পুর, টিকারি ও দহকোলাসহ আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

ঝিনাইদহে গ্রাম আদালত বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গ্রাম আদালত ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও জনমুখী করতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণা জোরদারের লক্ষ্যে ঝিনাইদহে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ, স্থানীয় সরকারের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুর রউফ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিলকিস আফরোজসহ অন্যান্যরা।

এ সময় প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার রহিদুল ইসলাম, উপজেলা সমš^য়কারী এবং প্রোগ্রাম ও ফিন্যান্স সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঝিনাইদহ জেলার ৬৭টি ইউনিয়নে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত গ্রাম আদালতে মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির অগ্রগতি তুলে ধরা হয় এবং তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আউটরিচ কার্যক্রমের সঙ্গে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ লক্ষ্যে একটি সসমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে জুম্মার নামাজের সময় দুই গ্রামের দুটি মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের দুটি গ্রাম থেকে জুম্মার নামাজের সময় পৃথক দুটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এসব চুরির ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে রাসেল জুম্মার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের ১৫০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে স্থানীয় মসজিদে যান। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে তিনি দেখতে পান, তার মোটরসাইকেলটি সেখানে নেই। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-ল-১২-৪২৪৯।

একই সময়ে একই ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শহীদের মোটরসাইকেলও চুরি হয়। শহীদ বাড়ি থেকে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে রামদাসপুর গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষে বের হয়ে তিনি আর তার মোটরসাইকেলটি খুঁজে পাননি। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-হ-১৩-১৩৪৪।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর থানায় পৃথক দুটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,

“লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর গ্রামে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হাসিবুল হাসান বাবু খান এর পক্ষ থেকে অসহায় দুস্থ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বারাদী ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রামের দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। হাসিবুল হাসান বাবু খান ব্যক্তিগত উদ্যোগে দীর্ঘদিন যাবত বারাদী ইউনিয়নসহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষের কল্যানে সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

তিনি মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, টিউবওয়েল স্হাপন, ঈদ মৌসুমে শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি পিচ বিতরণ সহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন।

এই শীতে তিনি বারাদী ইউনিয়নের ষোলটি গ্রামের অসহায় দুস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে তিন হাজার পাঁচশতটি কম্বল বিতরণ করবেন বলে জানা যায়। এসময় তার প্রতিনিধি মন্টু মিয়া, সাইদ হাসান লিমন ও আনন্দ কুমার উপস্থিত ছিলেন।